"আমার-কে তোমার-এতে পরিবর্তন ক'রে নিশ্চিন্ত বাদশাহ হও, বাবার স্নেহ এবং সেবায় মনকে এত বিজি করে দাও যাতে ব্যর্থ আসার আর কোনো মার্জিনই না থাকে''

আজ বাপদাদা চারদিকে নিজের নিশ্চিন্ত বাদশাহদের দেখছেন। প্রত্যেক বাচ্চা ভোর থেকে উঠে নিশ্চিন্ত স্থিতিতে স্থিত হয়ে সব কর্ম করে। প্রত্যেক বাচ্চার অনুভব রয়েছে যে, নিশ্চিন্ত বাদশার এই জীবন - যা বাদশাহীও আবার চিন্তামুক্তও - কত সুন্দর লাগে! কেননা তোমরা সকলে বাবার কাছে চিন্তা দিয়ে গৌরবান্বিত হয়েছো। গৌরব, সে'ও আবার অবিনাশী গৌরব লাভ করেছো তোমরা! প্রত্যেকে অনুভব করে যে এই নিশ্চিন্ত জীবন কত সুন্দর। দিনরাত কোনো বিষয়ের চিন্তা নেই, অথচ গৌরবময়। তোমরা জান যে, এই চিন্তামুক্ত থাকার জীবন বাবা শুধু এই এক জন্মের জন্য নয়, বরং অনেক জন্মের জন্য তোমাদের নিশ্চিন্ত বাদশাহ বানিয়ে দিয়েছেন।

এখন তোমরা অনুভব করছো যে, নিশ্চিন্ত জীবন যদি থাকে, তবে সর্বদা ললাটভাগে দিব্য জ্যোতি জ্বলজ্বল করতে থাকে। আর যদি চিন্তা থাকে, তবে মাথায় নানা প্রকার দুঃখের ঝুড়ি বোঝাই হয়ে থাকে। এই নিশ্চিন্ত জীবনের বিধি খুবই সহজ - সীমাবদ্ধতার যা কিছু আমার-আমার রয়েছে তা' তোমার ক'রে দেওয়া। আমার আর তোমার এর মধ্যে শুধু একটা অক্ষরের ফারাক। আ এবং তো। কিন্তু আমার-কে তোমার ক'রে দেওয়ার ফলে জীবন কত আনন্দময় হয়ে যায়! হয়ে গেছে তো না! মাথা নাড়াও, হয়ে গেছে! নিশ্চিন্ত জীবন হয়ে গেছে! কেননা চিন্তাযুক্ত জীবনের আধার হ'লো ব্যর্থ সংকল্প। তো এখন বাপদাদা সব বাচ্চার থেকে এটাই চান যে, কোনো বাচ্চার ভেতরে যেন ব্যর্থ সংকল্পের চিহ্নও না থাকে। কেননা যখন আমার-কে তোমার-এ বদলে দিয়েছ, তখন তোমরা কী হয়ে গেছো? তোমরা হয়ে গেছ চিন্তামুক্ত বাদশাহ। আর এই চিন্তামুক্ত বাদশার জীবন কত সুন্দর! সব কর্ম করতে করতেও নিশ্চিন্ত বাদশা। কোনো চিন্তা নেই! কেন, কী, কীভাবে, কতদিন... এই সমস্ত কিছু সমাপ্ত হয়ে গেছে।

বাপদাদা আজ এই সিজনের লাস্ট দিনে এটাই চান যে, প্রত্যেক বাচ্চা ব্যর্থ বিষয় আমার এর বদলে যেন তোমার ক'রে দেয়। বাবা নিজেই ভস্ম করে দেবেন। তোমরা শুধু একটি অক্ষরের ফারাক কর, মঞ্জুর? হতে পারে? যদি হতে পারে, তবে হাত তোলো। খুব ভালো, কারণ এই ৫-৬ মাস তোমাদের সকলকে বিশ্বের সামনে পাওয়ারফুল বৃত্তির দ্বারা দুঃখী আত্মাদের সুখ-শান্তির কিরণ দিতে হবে। এর মধ্যেই মনকে বিজি রাখতে হবে। ব্যর্থ সংকল্পও আসে কোথায়? মনেই আসে তো না! তো বাপদাদা এটাই চান যে, প্রত্যেক নিশ্চিন্ত বাদশাহ-বাচ্চা নিজের মনকে অর্থাৎ বৃত্তিকে এতটাই বিজি রাখুক যাতে ব্যর্থ চিন্তা আসার কোনো মার্জিনই না থাকে। পরিশ্রম করতে হয় না, বরং বাবার স্নেহে এত বিজি থাক, বৃত্তির সেবায় মনকে এত বিজি রাখো যাতে কোনো যুদ্ধও (মনের নেতিবাচক যুদ্ধ) যেন করতে না হয়।

অনেক বাচ্চা বলে, চাই না, তাও এসে যায়। একে কী বলা হবে? বলা হবে যে, মনকে বাবার ভালোবাসা ও সেবায় বিজি রাখনি। সকলকে জিজ্ঞাসা করা হচ্ছে যে, বাবার প্রতি তোমাদের ভালোবাসা কতটা আছে? তো কী বলো তোমরা? অসীম। তো যার প্রতি ভালোবাসা থাকে, তাঁর নির্দেশ মানা কিছু কঠিন হয় না। তো তোমাদের সকলেরই বাবার প্রতি অটুট ভালোবাসা আছে তো না! নাকি কখনো কখনো থাকে? সর্বদা থাকে নাকি কখনো কখনো থাকে? যারা বলছো সদা ভালোবাসা থাকে, তারা হাত তোলো। সদা ভালোবাসা থাকে, দেখ ভাবো - যদি সদা ভালোবাসা থাকে, তবে বাবার নির্দেশ আর বাচ্চাদের করা, এটা

তোমরা জানো তো না!

তো এখন এই সিজনে বাপদাদা বাচ্চাদের এই দৃঢ় সংকল্প করাতে চান, তৈরি আছ তো না! কাঁধ নাড়াও। তৈরি আছো দৃঢ় সংকল্প করার জন্য? পেছনের দিকে যারা আছ তারা প্রস্তুত? মাতারা প্রস্তুত? পাণ্ডবেরাও তৈরি আছো? আচ্ছা হাত তোলো। এ' ব্যাপারে দু'হাতই তোলো। হাত তুলে বাপদাদাকে তো খুশি করে দাও তোমরা। এখন যেমন এই হাত তুলেছ, তেমনই মনের হাত তোলো। কখনও ব্যর্থ সংকল্প আসতে দেবে না। তাদের কাজ হলো আসা, তোমার কাজ কী? সমাপ্ত করা। তো এই সিজনে বাপদাদা আগেও বলেছেন যে দুটি বিষয়ের দিকে খেয়াল রাখতে হবে - এক তো সংকল্প, আরেক হ'লো সময়। তোমরা তো জানই, এই সঙ্গম যুগের সময়ের একেক মিনিটের কানেকশন আগামী ২১ জন্মের সাথে রয়েছে। আর এই সময়ে বাচ্চাদের প্রতি বাপদাদার আর বাপদাদার প্রতি বাচ্চাদের গভীর ভালোবাসা রয়েছে। তো সঙ্গম সময়ের একটি সেকেন্ড, সেকেন্ড নয়, কেননা এর সাথে ২১ জন্মের কানেকশন আছে। এখনও যদি না হয়...! তোমাদের সময় বাঁচাতে হবে কেননা, বাবার প্রতি তোমাদের ভালোবাসা রয়েছে, এমনকি প্রত্যেকে চাও বাবার সাথে এখনও থাকবে, সাথেও চলবে! এখন নিজের ঘরে ফিরে যেতে হবে তো না! তো ঘরেও একসাথে যাবে আর তারপর রাজ্যেও বাপদাদার সাথে, বিশেষভাবে ব্রহ্মা বাবার সাথে রাজধানীতে কাছাকাছি সঙ্গে আসবে। সেইজন্য ব্রহ্মা বাবা তো এখন ফরিস্তা রূপে আছেন। আর তোমাদের যদি তাঁর সাথে চলতে হয়, তবে কী করতে হবে? ফরিস্তা হতে হবে তো না! ফরিস্তা হবে! হতেই হবে, হবে তো না!

ব্রহ্মা বাবার হাতে হাত রেখে সাথে চলতে হবে, তো হাত কী? ফরিস্তাদের তো স্থূল হাত থাকে না। ব্রহ্মা বাবার হাত কী? শ্রীমত। সুতরাং বাপদাদার শ্রীমত এটাই যে, এখন নিশ্চিন্ত বাদশাহ হয়ে সদা যেভাবে তোমাদের জগৎ অম্বা পুরুষার্থ করেছেন - বাবার বলা আর জগৎ অম্বার করা - সেভাবেই জগৎ অম্বাকে ফলো করো। সময় ও সংকল্পকে সফল করতেই হবে। যেন ব্যর্থ না যায়। বাবা শুনিয়েছিলেন তো না - এক একটি সংকল্পের সাথে ২১ জন্মের কানেকশন রয়েছে। তো বাপদাদা এটাই চান যে সদা মনকে বিজি রাখো। তা' সে মুরলী মননে হোক, কিংবা সেবায়, সব সময় বিজি থাক। নিজের চার্ট বানাও, সবসময় মাঝে মাঝে বাপদাদা যে ভিন্ন ভিন্ন ড্রিল শুনিয়েছেন - তোমরা জান তো না অশরীরী হওয়ার ড্রিল! নিজের তিন স্বরূপের স্মৃতির ড্রিল, জান তো না! যেমন বাবার তিনটি রূপ, তেমন তোমাদেরও তিনটি রূপ রয়েছে - ব্রাহ্মণ, ফরিস্তা এবং দেবতা। এই তিন রূপে ড্রিলের দ্বারা নিজের মনকে বিজি রাখো। তার জন্য মহামন্ত্র কী? মনমনাভব।

বাকি, বাপদাদার সব বাচ্চার প্রতি অনেক অনেক ভালোবাসা রয়েছে, সেইজন্য বাপদাদা এটাই চান যে সব বাচ্চা বিজয়ী ভব - এই বরদানের যেন অধিকারী হয়। বাবা শুনিয়েছিলেন তো না যে, অনেক বাচ্চা ভাবে আমরা বিজয়ী তো হবো, কিন্তু মালা তো ১০৮-এর, তো বিজয়ী হয়ে মালায় তো আসতে পারব না। কিন্তু বাপদাদার এত ভালোবাসা যে, তোমরা যদি বিজয়ী হও, তবে বাপদাদা মালায় আরও নরি জুড়ে দেবেন। তোমরা শুধু বিজয়ী হও। তো কী সংকল্প আছে? বিজয়ী হতেই হবে, তাই না! নাকি শুধু ১০৮-ই বিজয়ী হবে? না। বাবার সব বাচ্চা বিজয়ী। বাপদাদা সব বাচ্চার ললাটভাগে কী দেখছেন? বিজয়ের তিলক। কেননা, সাধারণ রূপে বাবাকে চিনে নিয়েছ তো না! হতে পারে সে লাস্ট বাচ্চা, পুরুষার্থে শিথিলতা রয়েছে, কিন্তু তার মধ্যে এই বিশেষত্ব রয়েছে যে, সাধারণ রূপে বাবাকে চিনে নিয়ে আমার বাবা তো বলে! সেইজন্য প্রত্যেক বাচ্চাকে সাহস রেখে বিজয় প্রাপ্ত করতেই হবে। শুধু কী করতে হবে? কোনো পরিশ্রমের ব্যাপার নয়, ভালোবাসার ব্যাপার। বাপদাদার প্রতি ভালোবাসা আছে, পরিবারের প্রতি ভালোবাসা আছে, সুতরাং প্রিয়তমের থেকে আলাদা থাকা যায় না। তাহলে ব্রহ্মা বাবার প্রতি তোমাদের কতটা ভালোবাসা আছে? যারা মনে করো ব্রহ্মা বাবার সাথে, শিব বাবার সাথে আমাদের অটুট ভালোবাসা রয়েছে, তারা হাত তোলো। অটুট, অটুট? খুব ভালো। সুতরাং আগামী সিজনে বাপদাদা

কী দেখতে চান? তোমরা তো জান। তোমরা ৫-৬ মাস পাও ব্যর্থ থেকে সমর্থ সংকল্প করার জন্য।

তো বলো! মধুবনের বাসিন্দারা ওঠো, হতে পারে তোমরা নিচে আছ কিংবা ওপরে আছ। অনেকেই আছ। তো মধুবনের বাসিন্দারা বাপদাদার প্রিয়। এমন নয় যে অন্যেরা প্রিয় নয়। তারাও প্রিয়, কিন্তু মধুবনের বাসিন্দাদের একটি বিষয়ের সাথে বিশেষ ভালোবাসা রয়েছে, সেটা কী? মন্সায় তো সবাই স্মরণ করে। যোগী তু আত্মা তো সকলেই, জ্ঞানী আত্মাও সকলেই, কিন্তু মধুবনের বাসিন্দাদের নিজের ভবিষ্যৎ সহজ বানানোর একটি লিফট রয়েছে। সেই লিফটটি কী? যারাই মধুবনে আসে, তোমরা তাদের সেবার নিমিত্ত। উদাহরণস্বরূপ, যারা খাবার বানায়, যেকোনো ডিউটিই কেউ করুক না কেন, বাপদাদা তো বলেন, ঝাড়ু দেওয়ারও কেউ যদি হয়না, সেও ভাগ্যবান, কেন? যারাই আসে তারা এই বায়ুমণ্ডল দেখে, তোমাদের হৃদয়ের ভালোবাসার শক্তি দেখে খুশি হয়ে যায়। হতে পারে কেউ খাবার তৈরি করে অথবা যে কোনো ডিউটিই করুক, কিন্তু মধুবনের বাসিন্দাদের চান্স আছে। মধুবনের ভালোবাসা এবং শক্তিশালী বায়ুমণ্ডল বানানো দেখে বাপদাদা মধুবনের বাসিন্দাদের অনেক অনেক শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন যে- তোমরা এই সিজন শেষ করেছ এবং আগামীতেও নিজেদের মনে আত্মাদের সন্তুষ্ট করতে এবং শক্তিশালী অনুভূতি করানোর ব্যাপারে তোমরা নিরন্তর নিমিত্ত হবে, সেইজন্য সবাই মধুবনের বাসিন্দাদের জন্য তালি বাজাও। আচ্ছা।

আজ অমৃতবেলায় বাপদাদার সামনে মধুবনের সেবাধারীরা এসেছে। প্রত্যেকের সাথে বাপদাদা বতনেও দেখা করেছেন এবং বিশেষভাবে তোমাদের আগেও বলা হয়েছে যে, অ্যাডভান্সে চলে যাওয়া তোমাদের বিশেষ দাদিরা চারটের সময় অবশ্যই আসে। তো আজও বিশেষ দাদিরা এবং বিশেষ ভাই এসেছে। তারা বিশেষভাবে মধুবনবাসীদের ইমার্জ করার জন্য বলেছে। বিশেষ দিদি ও দাদি উভয়েই এবং বিশেষ ভাইয়েরাও মধুবনবাসীদের স্মরণ করেছে।

আর দাদি বিশেষ স্মৃতি পাঠিয়েছেন এবং সাথে বতনের আম, তোমরা জানো তো না, বতনের ফল কত চমৎকার হয়, লাঠি মারতে হয় না, যে ফলই চাই তা' তোমরা হাত দিয়েই নিতে পারো। তো দাদি বললেন, আজ মধুবনবাসীদের সাথে আমের পিকনিক করা যাক! অন্য দাদিরা তো সাথেই ছিলেন এবং বিশেষ ভাইও ছিলেন। তখন বাপদাদা বললেন, ওদের জিজ্ঞাসা করো যে মধুবনের জন্য তোমাদের মনে কী আসে? তো দাদি কী বলল? তোমরা জানো, জানো তো তোমরা, দাদিকে তোমরা জানো তো, তাই না! দাদি বলছিলেন, আমার এখনও এই ইচ্ছে যে প্রত্যেক মধুবনবাসী, তা' পুরুষার্থে যদি কোনো খামতি এখনও থেকে থাকে, তার জন্য তো পুরুষার্থ করতেই হবে, কিন্তু আমি মধুবনবাসীদের থেকে একটা কথা চাই। সে কী চায়? প্রত্যেক মধুবনবাসী যেন বাবা সমান হয়ে যায়। বাস্তবত সবাইকে হতে হবে, কিন্তু মধুবন বিশেষ, মধুবনবাসীদের দাদির প্রতি ভালোবাসা ছিল, দাদি বলতো এটা আমি জানি। তো ভালোবাসার রিটার্নে আমি এটাই চাই যে, যেমন মন্সা লক্ষ্য রেখেছিলেন - বাবা বলেছেন আর মাম্মা করেছেন, এটা তো মধুবনবাসী জানেই। তেমনই অমৃতবেলা থেকে শুরু করে রাত পর্যন্ত প্রত্যেক মধুবনবাসী, যদি বাবার সাথে আমার প্রতিও ভালোবাসা থাকে, দাদিদের প্রতিও ভালোবাসা থাকে, তবে মাম্মা যেমন বাবার প্রতিটি উপদেশ জীবনে ধারণ করেছিলেন, তেমন আমরাও ধারণ করেছি। সুতরাং যদি দাদিদের প্রতি ভালোবাসা থাকে, তবে এটাই ক'রে দেখাও, সকাল থেকে রাত পর্যন্ত এমন কোনো সংকল্প, বোল বা কর্ম যেন ক'রো না যা দাদিদের বা বাবার কিংবা অন্য কারোর পছন্দ হয় না। আচ্ছা।

বাকি তো টিচারদেরকে দেখে বাপদাদাও খুশি হন। কেননা, তাদের বাবা-সমান সিটের ভাগ্য লাভ হয়েছে। বাবার মুরলি শোনানোর সিট লাভ হয়েছে। বাবা সর্বদা টিচার্সকে সাথী বলেন। এখন টিচার্সের জন্য বাপদাদা একটি কথা চান। শোনাবো কি? বাপদাদা চান যে প্রত্যেক টিচার যেন মুখমণ্ডল দ্বারা ব্রহ্মা

বাবা সমান এমন আনন্দময় প্রতীয়মান হয়। ভিতরে পুরুষার্থ চলবে, কিন্তু তা' যেন তোমাদের চেহারায় দৃশ্যমান হয়, বাবা যেন প্রত্যক্ষ হন। যে কেউই হোক, তোমাদের যেকোনো কাউকে দেখলে যেন তার মধ্যে বাবার দীপ্তি উপলব্ধি হয়। এমনভাবে মুখমণ্ডলের দ্বারা যারা সেবা করে তারা বাবাকে অবশ্যই প্রত্যক্ষ করে তুলবে। এখন সময় এসে গেছে নিজের চেহারার মাধ্যমে বাবাকে প্রত্যক্ষ করানোর। তো টিচার্সের সদা আপনা থেকেই আমার বাবা স্মরণে থাকে। এখন বাবাকে চেহারার মাধ্যমে প্রত্যক্ষ করাতে হবে। করতে পার তো না! করতে পার তো কর। দেখো, এই পর্যন্ত রেজাল্টে সবাই কী বলছে! ব্রহ্মাকুমারীরা খুব ভালো কাজ করছে, কিন্তু বাবা প্রত্যক্ষ হননি। তিনি এখনও গুপ্ত আছেন। তো এখন সময় সমীপে আসছে, সুতরাং তোমাদের যারা নিমিত্ত শিক্ষক অথবা যে কোনো বাচ্চাই হোক না কেন, এখন বাবাকে প্রত্যক্ষ করাও। ব্রহ্মাকুমারীরা ভালো কাজ করছে - এটা তো বলা হয়ে গেছে। এই পর্যন্ত পৌঁছে গেছ। কিন্তু এখন এটা প্রত্যক্ষ কর যে, স্বয়ং পরমাত্মা ব্রহ্মা তনে প্রত্যক্ষ হয়ে ব্রহ্মাকুমারীদের এমন যোগ্য বানাচ্ছেন।

এখনও এই পয়েন্ট বাকি রয়ে গেছে। গীত তো সবাই গায় যে আমার বাবা এসে গেছেন, কিন্তু এখন অন্য আত্মাদের অভ্যন্তরে যেন এটি প্রত্যক্ষ হয় যে ভগবান স্বয়ং প্রত্যক্ষ হয়ে এই কার্য বোনেদের দ্বারা কিংবা ভাইদের দ্বারা করাচ্ছেন। এই প্রত্যক্ষতা করাতে হবে তো না! কবে করবে? এখন কী বলবে? এখনই, এটাই তো না! (এখনই শুরু করবে, আগামী সিজনের মধ্যে হয়ে যাবে)। তোমরা সবাই সাথে আছ, আগামী সিজনের মধ্যে হয়ে যাবে? যারা এটা বুঝতে পারছ তারা হাত তোলো! খুব কম সংখ্যক হাত তুলছে। যারা হাত তুলছো না তারা দেখবে আর তোমরা এটা করবে! টিচার্স তো সংকল্প করেছে, তাই না! কেননা তোমরা দেখছ, বাপদাদা তো বলেনই যে সব হঠাৎ হওয়ার আছে। কোনো কোনো বাচ্চা মনে করছে হঠাৎ, হঠাৎ করতে করতেও তো অনেক সময় পার হয়ে গেছে। এবার হওয়া উচিত। কিন্তু হঠাৎ তখনই হবে যখন বাচ্চারাও বাবার সমান হয়ে যাবে। তোমাদের রূপ, মূর্তি এবং প্রতিটি বোল যেন বাপদাদাকে প্রত্যক্ষ করায়। এটা তো হয়ে যেতেই হবে। হতেই হবে, এখন শুধু নিমিত্ত হতে হবে। এখন পরবর্তী সিজনে কী করবে? এক তো নিজেকে বাবা সমান বানাবে। যেটুকুও খামতি রয়ে গেছে, তা' সম্পন্ন করবে। আর বাপদাদা কোন বিষয়ে খুশি? বাচ্চারা এখন ছোট-বড় সব সেন্টার থেকে বাণী দ্বারা প্রচার করেছে যে আমরা কী কার্য করছি। বায়ুমণ্ডলকে চেঞ্জ করেছ। এর জন্য বাপদাদা অভিনন্দন জ্ঞাপন করছেন। যারা যেখানেই প্রোগ্রাম করেছে, ভালো করেছে, তাছাড়া সবার অ্যাটেনশনেও এসেছে যে ব্রহ্মাকুমারীরা সত্যিই গুপ্ত রূপে নিজেদের কার্যকালের ৭৫ বছর পূর্ণ করেছে। এখন এটা বলতে হবে যে ব্রহ্মাকুমারীদের ভগবান বাবা এসে গেছেন। এই লক্ষ্য আছে তো না! তো পরবর্তী সিজন পর্যন্ত এই কার্য আরম্ভ হয়ে যাওয়া উচিত। এর প্রত্যক্ষ (সরাসরি) প্রোগ্রাম বানাও। প্রোগ্রাম বানাও, মিটিং কর, কর তো না!

তাহলে মিটিংয়ে এই প্রোগ্রাম বানাও যাতে এখন সব বাচ্চারা যেন জানতে পারে যে উত্তরাধিকার দেওয়ার জন্য বাবা এসে গেছেন। কেউ যেন বঞ্চিত না থেকে যায়। বাবার তো বাচ্চাদের দুঃখ দেখে খুব দয়া হয়। যখন বাচ্চারা দুঃখে চিৎকার করে, তখন বাবার খুব করুণা হয়। তোমরা সব দেব-দেবীদেরও অনেক ডাকে। তাই আগামী সিজনে প্রথমত ব্যর্থ-এর লেশমাত্র যেন না থাকে, মঞ্জুর? মঞ্জুর! হৃদয়ের হাত তোলো। হৃদয়ের হাত তুলতে হবে। ব্যর্থ কী, এই জ্ঞানটাই যেন লুপ্ত হয়ে যায়। যেমন, স্বর্গের রাজকুমারীরা আসে, তো তারা দুঃখ ও অশান্তি কী তা' জানেই না; তারা বলে, কী বলে - এটা কীরকম হয়! ঠিক তেমনই ব্রাহ্মণ পরিবারে ব্যর্থ কী তা' যেন জানাই না থাকে, ব্যর্থ আসলে কী! স্বচিন্তন, স্বচিন্তক। আচ্ছা।

চতুর্দিকের সব বাচ্চাকে বাপদাদার হৃদয়ের স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সাথে সাথে বাবা প্রত্যেক বাচ্চাকে

নিজের স্বমানের নেশায় ও নিশ্চয়ে দেখে আনন্দিত হন, কখনও স্বমান ছেড়ে দিও না। স্বমানধারী অর্থাৎ সদা সর্ব প্রাপ্তিবান, স্বমানের লিস্ট অনেক লম্বা, প্রতিদিন একটি ক'রে স্বমান স্মৃতিতে রেখে, তা' স্বরূপে এনে তীব্র পুরুষার্থী হয়ে এগিয়ে যেতে থাকো। বাপাদাদাকে নিজের হৃদয়ে বসিয়ে এবং নিজেকে বাপাদাদার হৃদয়ে বসিয়ে নির্ভয় হয়ে মাস্টার সর্বশক্তিমান হয়ে চলতে থাকো, উড়তে থাকো এবং অন্যকেও ওড়াতে থাকো। ওম্ শান্তি।

বরদানঃ- সেবার স্টেজে সমাহিত করার শক্তির দ্বারা সফলতার মূর্তি হয়ে ওঠা 'মাস্টার সাগর' ভব

তোমরা যখন সেবার মঞ্চে আসো, তখন নানা ধরনের কথা ও পরিস্থিতি সামনে আসে। তাকে সমাহিত করে নাও, তাহলেই তোমরা সফলতার মূর্তি হয়ে উঠবে। সমাহিত করা অর্থাৎ সংকল্পের যেন কারও বলা কথার বা তার অনুভূতির সামান্য অংশও নিজের মধ্যে জমে না থাকে। অকল্যাণকারী কথাকেও কল্যাণের ভাবনায় এমনভাবে পরিবর্তন করে দাও, যেন অকল্যাণের কোনো কথাই বলা হয়নি। অবগুণকে গুণে এবং নিন্দাকে স্তুতিতে পরিবর্তন করে দাও। তখনই বলা হবে, 'মাস্টার সাগর'।

স্লোগানঃ- বিস্তারকে না দেখে সারকে দেখে এবং সবকিছুকে সমাহিত করে নেয় যে সে-ই হলো তীব্র পুরুষার্থী।

অব্যক্ত ইশারা : - ব্রহ্মা বাবার সমান সম্পন্ন ও সম্পূর্ণ স্থিতির অনুভব করো যেমন তোমাদের সৃষ্ট কচ্ছপ, কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই তার সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নিজের মধ্যে গুটিয়ে নিতে পারে, তেমনই নিজের মধ্যে গুটিয়ে নেওয়ার শক্তি তোমাদের মধ্যেও রয়েছে। তোমরা মাস্টার রচয়িতা হয়ে, এই শক্তির দ্বারা কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে সমস্ত সংকল্পকে নিজের মধ্যে সমাহিত করে একটি শ্রেষ্ঠ সংকল্পে কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই স্থির হয়ে যাও। যখন সমস্ত কর্মেন্দ্রিয়ের কর্মের স্মৃতি থেকে ঊর্ধ্বে উঠে একটিমাত্র আত্মিক স্বরূপে স্থিত হয়ে যাবে, তখনই কর্মাতীত অর্থাৎ সম্পন্ন ও সম্পূর্ণ স্থিতির অনুভব হবে।